সংবাদ

তারিখ 20 APR 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও ব্যয়ের দক্ষতা থাকতে হবে

আমাদের মতো সম্পদ ঘাটতির দেশে জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনার ওপরই বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এর জন্য দরকার শিক্ষা ও গবেষণা খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের। ইউপিসি আগামী বাজেটের ২০ শতাংশ এবং জিডিপির দশমিক ৮ শতাংশ বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে।

গত সোমবার লন্ডনে ১৩ থেকে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত গোয়িং গ্লোবাল ২০১২ সম্মেলন নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউপিসি চেয়ারম্যান এ প্রস্তাব দেন। তিনি জানান, বর্তমানে মোট বাজেটের ১২ শতাংশ শিক্ষায় এবং জিডিপির দশমিক ২৩ শতাংশ উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ করা হয়। সংবাদ জানিয়েছে, সংবাদ সম্মেলনে 'গোয়িং গ্লোবাল ২০১২ তে যোগদানকারী উপস্থিত ছিলেন। ইউপিসি চেয়ারম্যান বলেছেন, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় বিপ্লব ঘটেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ বছরে ৫ লাখ থেকে বেড়ে ২০ লাখ হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত শ্রীবৃদ্ধিতে আত্মতৃপ্তির অবকাশ কতটুকু থাকে তা বিবেচ্য। উচ্চশিক্ষার সৃজনশীল গুণগতমান ও গবেষণা পরিধি এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না সেটাই মূল প্রশ্ন। সেখানে কিন্তু শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও গবেষণার আগ্রহ এবং সুযোগের পরিধি দিনের পর দিনই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা কার্যক্রম একদম নেই বলা যায়। অথচ সৃজনশীল টেকসই উচ্চশিক্ষার ভিত্তি মৌলিক গবেষণা। যার প্রভাবে শিক্ষার যে বিস্তার ঘটবে সেখান থেকেই তৈরি হবে আরাধ্য জনসম্পদ।

শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দের বাস্তবতা নিয়ে আমরা কোন মন্তব্য করছি না। কিন্তু এটা সত্য একমাত্র বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেই যে প্রত্যাশিত ফলাফল আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দরকার সঠিক সময়ে সঠিক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের দক্ষ ব্যবহার।

বর্তমান জাতীয় বাজেটের ১২ শতাংশ এবং জিডিপির দশমিক ২৩ শতাংশ যে শিক্ষা খাতে যাচ্ছে তাতেও কি প্রত্যাশিত ফল আসছে? আসছে না, কিন্তু সেটা কি একমাত্র কম বরাদ্দের কারণেই। সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ গত বাজেট পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটা ব্যয় করতে না পারা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যতম। এমনি প্রতি বছরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাকা ফেরত যায়। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও বছর শেষে দেখা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের একটা অংশ অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এ দৃষ্টান্ত প্রতি বছরই হচ্ছে। অন্যদিকে অর্থ ব্যয়ের কাঠামোটিই এমন যে ব্যয়ের সিংহভাগই চলে যায় এস্টাবলিস্টমেন্ট এবং বেতন-ভাতা প্রদানের খাতে। সুতরাং উচ্চশিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার জন্য বরাদ্দ থাকে অপ্রতুল। ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান রক্ষা করা যাচ্ছে না। সুযোগ-সুবিধারও সম্প্রসারণ ঘটছে না। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানেও গবেষণা বলতে কিছু নেই। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখিও হয়েছে সম্প্রতি।

উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থেই উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ও গবেষণা সুযোগের বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না, তার চেয়েও বেশি দরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা। আমরা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব যেমন সমর্থন করি। পাশাপাশি শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধিই নয়, অর্থের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণেরও দাবি জানাই। যে বরাদ্দই দেয়া হোক, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এমনকি সিংহভাগ যদি অব্যবহৃতই থাকে, সেখানে বরাদ্দ বাড়িয়ে লাভ কী? উচ্চশিক্ষার মান রক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা যেমন থাকতে হবে, তেমনি থাকতে হবে নীতি বাস্তবায়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতা।